দৈনিক
আমাদের সময়

তারিখ 25 JUL 2016
পৃষ্ঠা 8 কলাম 2

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সন্ত্রাসবাদ

অপসারণে ঐক্যের বিকল্প নেই

সম্প্রতি ভয়ঙ্কর দুটি সন্ত্রাসী হামলার মুখোমুখি হয় বাংলাদেশ। দেশের নিরাপদ কূটনীতিকপাড়া রাজধানীর গুলশান ও কিশোরগঞ্জের শোলাকিয়ায় জঙ্গি হামলার ঘটনা ঘটে। নৃশংস এ জঙ্গি হামলার ঘটনায় জড়িত তরুণরা বেশিরভাগই নামকরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী। জঙ্গিরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে বিশেষভাবে টার্গেট করে মাঠে নেমেছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সন্ত্রাসবাদের ক্যানসার অপসারণ এখন বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের জন্য আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর ও জনসাধারণের সঙ্গে বেশ তৎপর হয়ে উঠেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরাও। আমাদের সময় সংবাদসূত্রে জানা গেছে, গত শনিবার জঙ্গি ও সন্ত্রাসবাদ নিয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) যৌথ আয়োজনে রাজধানীর আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে 'সাম্প্রতিক পরিস্থিতি ও বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ নিশ্চিতকরণ' শীর্ষক এ মতবিনিময়সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ সভায় দেশের সব পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, উপ-উপাচার্য ও শিক্ষকরা অংশ নেন। এতে বক্তারা বলেন, 'শিক্ষার্থীদের সামনে রোল মডেল তৈরি করা যাচ্ছে না। শিক্ষকদের মধ্যে অনৈক্য বিরাজমান। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুপ্রবেশকারীরা সন্ত্রাসবাদে জড়িত। বিশ্ববিদ্যালয়ে জঙ্গিবাদের দায় উপাচার্যদেরও নিতে হবে। এদিকে সভায় বিশ্ববিদ্যালয়ের বাড়তি নিরাপত্তার জন্য সরকারের সহায়তা চান উপাচার্যরা।' অন্যদিকে গতকাল মাদ্রাসা শিক্ষকদের সঙ্গে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় এবং আজ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মানববন্ধন, ৩০ জুলাই, আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ে বৈঠক ও ১ আগস্ট সারা দেশে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হবে। এখন কথা হচ্ছে, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর নানামুখী তৎপরতায় অবাক করার মতো যেসব অজানা তথ্য বেরিয়ে আসছে তাতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সন্ত্রাসবাদ ক্যানসার অপসারণ করতে বৈঠক ও মানববন্ধনই যথেষ্ট নয়, তবু এমন চেতনার জন্য অভিনন্দন আয়োজকদের। দুঃখজনক হলেও সত্য, নামকরা বিশ্ববিদ্যালয় ও ধনীর সন্তানদের টার্গেট করার পেছনে জঙ্গি মতবাদীদের অর্থনৈতিকভাবে একটি মজবুত ভিত্তি তৈরি করার উদ্দেশ্যও কাজ করছে। বিভিন্ন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের জঙ্গি কার্যক্রমে সম্পৃক্ততা নিয়ে এর আগেও নানা অভিযোগ শোনা গেছে। বিভিন্ন নাশকতা ও হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় যারা ইতোমধ্যে গ্রেপ্তার হয়েছে, তাদের বেশিরভাগই বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় কিংবা কোনো মাদ্রাসার ছাত্র। ছাত্র-শিক্ষক সমন্বয়েই নেটওয়ার্ক গড়ে তুলছে জঙ্গিরা। জঙ্গিবাদে শুধু বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা জড়িত– এমনটি বলা যাবে না। সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদেরও জঙ্গিবাদে জড়িত থাকার অভিযোগ উঠেছে। এমন পরিস্থিতি থেকে উত্তরণ জরুরি।

> শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর নজরদারি বাড়ানোর উদ্যোগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রতিরোধ ও প্রতিকারমূলক প্রচার, নির্দেশনার যথাযথ বাস্তবায়ন জরুরি

নৈতিক শিক্ষার অভাব, দুর্বল প্রশাসনিক কাঠামো, যথাযথ গোয়েন্দা নজরদারির অভাবসহ নানা কারণে উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলোয় দিন দিন সক্রিয় হচ্ছে জঙ্গি সংগঠনগুলো। তাই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দরকার সুষ্ঠু রাজনীতির সংস্কৃতিচর্চার পরিবেশ তৈরি ও তরুণদের মধ্যে মুক্তচিন্তার আন্দোলন জোরদার করা। এ ক্ষেত্রে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষকে সতর্ক হতে হবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর নজরদারি বাড়ানোর উদ্যোগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রতিরোধ ও প্রতিকারমূলক প্রচার, নির্দেশনার যথাযথ বাস্তবায়ন জরুরি। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ঐক্যবদ্ধ হয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সন্ত্রাসবাদের ক্যানসার অপসারণের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় এগিয়ে আসতে হবে।